এস মা দুর্গে জননী

'স্বদেশী চাবুক প্রণেতা'

শশিভূষণ দাস প্রণীত

—প্রাপ্তিস্থান—

ভারতী সাহিত্য মন্দির

১৬৮/১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য—এক আনা মাত্র।

এস মা দুর্গে জননী

বোধনের বাজ উঠিল বাজিয়া, বেজে ওঠে ঢাক ঢোল,
আবার ধনীর ঘরে ঘরে ওঠে আনন্দের কলরোল।
আনন্দময়ীর আগমন আশে পড়েছে তাদের সাড়া,
ঘর দোর করে পরিষ্কার, চলে ঝাড় লণ্ঠন ঝাড়া।
পূজার বাজার করতে ছোটে যত ধনীর ছেলে,
মেয়েগুলোও সঙ্গে যায় বেড়ায় হেলে দুলে।
ট্যাক্সি চেপে বেড়ায় তারা গর্ব্বভরা বুকে,
এ বাজার হতে ও বাজারে বেড়াচ্ছে তাল ঠুকে।
কেউ কিনছে শান্তিপুরে ধুতি, কেউ বেনারসী সাড়ী,
কেউ ঢোকে কমলালয়ে, কেউ জহরলালের বাড়ী।
নেক্‌লেস কেউ কিনছে চুড়ী, এয়ারিং এক জোড়া,
হীরের মুকুট কেউ মাথায় পরে, কেউ কৃষ্ণচূড়া।
বিশ হাজার টাকা হ'ল খরচ এসে কিবা যায়,
ব্ল্যাকমার্কেটের অন্ধকারে লাখ টাকা উপায়!
শোষণ যারা করিছে নিত্য গরীবের বুকের রক্ত,
তারাই হ'ল স্বাধীন ভারতে প্রধান রাজভক্ত।
তাদের ইঙ্গিতেই চলে শাসন ভারতবর্ষের 'পরে,
তার পরিণাম ওঠে হাহাকার গরীবের ঘরে ঘরে।
এস মা জননী দুর্গতিনাশিনী পুত্র কন্যা নিয়ে সঙ্গে,
দেখে যাও চোখে আগুন লেগেছে তোমার সোনার বঙ্গে!
ধ্বংসের বাজনা বাজিয়া উঠেছে মাথায় পরিছে বাজ,
পেটের জ্বালায় তোমার সন্তান হাহাকার করে আজ।

এস মা দুর্গে জননী

খাদ্য শস্যের অভাব হয়েছে পরণে বসন নাই,
রোগের ঔষধ মেলে না কাহারো পথ্য খুঁজে না পাই।
দীন দরিদ্রের ঘরে হাহাকার শাকান্ন নাহি জোটে,
উপবাসে দিন কাটিয়ে কেহ আত্মহত্যা করতে ছোটে।
সব জিনিষের আগুন মূল্য লুচি মোণ্ডা খাওয়া দায়,
চিঁড়ে ভেজালে গুড়ের অভাবে লোকে কেঁদে মরে হায়।
কলারে বামুন বছরের পরে বুলাইছে পেটে হাত,
পূজার নিমন্ত্রণ এসে গেছে তার বাহির করিছে দাঁত।
সংবাদ আসিল এবার পূজায় লুচির কলার নাই,
পুই চচ্চড়ি মানকচু পোড়া ভাতে খেতে হবে ভাই!
কাঙ্গালী ভিখারী মিষ্টান্নের লোভে ধনীর দুয়ারে ধায়,
এবার হবেনা কাঙ্গালী বিদায় দারোয়ান রুখে যায়।
সংবাদ শুনি পেটুক বামুন রয় পোড়া মুখে,
আনন্দময়ীর আগমনে কাল কাটায় লোকে দুঃখে।
শুনি আগমনী জগজ্জননী আসিছে ধরার 'পরে,
কোটি কণ্ঠধ্বনি 'রক্ষা কর মাগো' উঠিছে আকুল স্বরে।
পূজা নিয়ে যাও জগজ্জননী ফেলে যাও আঁখিজল,
সোনার সংসার শ্মশান হয়েছে কেদে গলে হিমাচল।
তোমার পূজার নৈবেদ্য এবার ভারতের হাহাকার,
গঙ্গাজলের নাই প্রয়োজন চোখে মন্দাকিনী ধার।
শুকায়েছে ফুল উদ্যানে উদ্যানে নাই দুর্ব্বা বিল্বদল,
তোমার তর্পণে অঞ্জলি ভরিয়া ঢালিছে বন্যার জল।
শঙ্খ উলুধ্বনি নীরব এবার কণ্ঠভরা কান্না রোল,
দীর্ঘশ্বাসের ঝাঝর ঘণ্টা রোদনের চাক চোল।

শ্মশানে শ্মশানে আরতির দীপ সহস্র শিখায় জ্বলে,
তোমার পূজার ব্যবস্থা সুন্দর হইয়াছে ধরাতলে।
লক্ষ বলিদানে সুরথ রাজার মুক্তির বিধান দাও,
জগতের মুক্তি সাধন-যজ্ঞে কত বলিদান চাও?
যুদ্ধ বাধাল জার্ম্মান জাতি—কোটি কোটি নরহত্যা,
এল মহা ঝড় জগতের বুকে মরণের ঘূর্ণিবার্ত্তা।
বোমায় মরেছে হাজার হাজার নারী শিশু বাদ নাই,
পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য কামানের গোলায় পুড়ে হ'য়ে গেছে ছাই।
বাঙ্গালার লোক কত অসহায় কেহ নাহি বুঝে ব্যথা,
চোর দস্যু যদি করে লুটপাট কেহ কহিবে না কথা।
সহরের বুকে দিবা দ্বিপ্রহরে গুণ্ডার লুটিয়া খায়
ঘর জ্বালাইয়া করে ছারখার আশ্রয় কোথায় পায়।
পিতার সম্মুখে কন্যার অপমান নীরবে সহিছে বুকে,
বালকের বুকে করে অস্ত্রাঘাত—রোদনের রোল মুখে।
কত পাপ ছিল হাজার বছর দাসত্ব শৃঙ্খল পায়,
স্বাধীন হইয়াও ভাঙ্গা বুকে কত ঝড় বয়ে যায়।
শোষণে রক্ত শুকায়ে গিয়াছে পেষণে অস্থি চূর্ণ,
শত লাঞ্ছনা বজ্রাঘাত বুকে হাহাকারে দেশ পূর্ণ।
যে দেশের হাটে বেসাতি করিয়া পৃথিবীর ক্ষুধা নাশ,
সে দেশের লোক মরে অনাহারে গলায় পরিয়া ফাঁস।
আর কত জ্বালা সন্তানে জননী দিতে চাও অবিরাম,
এখনও কি মা হয়নি তব পরিপূর্ণ মনস্কাম?
তবে ছারখার কর এ সংসার আর জ্বালা নাহি সহে,
কোটি কোটি বক্ষে নীরব বেদনা চোখে অশ্রুধারা বহে।

এস মা দুর্গে জননী

কটাক্ষে যাহার প্রলয় গর্জ্জন ভীম প্রভঞ্জন বয়,
বিন্ধ্যগিরির সমুন্নত শির ধূলায় লুণ্ঠিত হয়।
হুংকারে যাহার আগ্নেয়গিরির আগুনের গোলা ধায়,
কামান বন্দুক অসি চালনায় কে রোধিতে পারে তায়?
পদভরে যার সসাগরা ধরা ভূমিকম্পে ছারখার,
ভ্রূকুটি হানিলে প্রলয় তুফানে ডুবে যায় ত্রিসংসার।
ক্রোধাগ্নি জ্বলিলে নয়নের কোণে বজ্রাঘাতে ধরা চূর্ণ,
হাহাকারে ভরা প্লেগ, মহামারী, দাবানলে দেশ পূর্ণ।
দশ হাতে যার দশবিধ অস্ত্র দশদিক রক্ষা তরে,
পার্শ্বে লক্ষ্মী, বাণী, কার্ত্তিক, গণেশ বিবিধ আয়ুধ করে।
সিংহের গর্জ্জন পায়ের তলায় সাপের উন্নত শির,
শত্রু পীড়নে তাহার সন্তানের কেন আজ চক্ষুস্থির?
ফেলে দাও অস্ত্র সাগরের জলে শক্তিহীনা তুমি শক্তি,
অস্ত্রের ভরসা রাখেনা দীন যোগবলে পাবে মুক্তি।
পূজা নিয়ে যাও জগজ্জননী বুকভরা ক্ষোভ রাশি,
তোমার চরণে অঞ্জলি দিতেছে দরিদ্র ভারতবাসী।

পূজার তত্ত্ব

মহা ষষ্ঠির দিন বৈকালে গৃহিণী টাকপড়া মাথায় চুল আঁচড়াইয়া খোপা বাঁধিবার চেষ্টায় বিব্রত কিন্তু খাঁটো চুলগুলো কিছুতেই বশে আনিতে পারিতেছেন না, এমন সময় কর্ত্তা বাঁধা হুকায় তামাক টানিতে টানিতে সেখানে উপস্থিত হইয়া গৃহিণীকে অধিকতর বিব্রত

... বিরক্ত করিয়া তুলিলেন। গৃহিণীর চুল বাঁধা হইল না—হং বয়সে মনোমোহিনী খোপা বাঁধিয়া কর্ত্তার মুণ্ড ঘুরাইয়া দিবার যে প্রবল বাসনা অন্তরে স্থান পাইয়াছিল, সহসা সে সাধে বাধা পড়িল। গৃহিণী তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় তুলিয়া দিল।

কর্ত্তা সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া রদনহীন বদনে তাড়াতাড়ি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, দেখ গিন্নি! এবার যদি ছেলের শ্বশুরবাড়ী থেকে ভাল পূজার তত্ত্ব না আসে, ও ছোটলোকের মেয়েকে আর ঘরে আনা হ'বে না। গৃহিণীর সমর্থন লাভ করিয়া ছেলের শ্বশুরের অযথা কুৎসা রটাইয়া কিছুক্ষণের পরচর্চ্চার আমোদ উপভোগের আশায়ই কর্ত্তা অন্দরে আগমন করিয়া ছিলেন কিন্তু কর্ত্তার বড় মেয়ে সুষমা সে সাধে বাদ সাধিল। সে সম্প্রতি শ্বশুরালয় হ'তে বাপের বাড়ী এসেছে। পিতার মুখে উক্ত মিষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া সে বলিল, বাবা! আমি যখন এখানে আসি, আমার শ্বশুর মশায়ও ঠিক ওই কথা আমার শাশুড়ীকে বলেছিলেন।

মেয়ের কথা শুনিয়া হোতুম পেঁচার মত মুখখানা করিয়া কর্ত্তা সেখান হইতে নতমুখে প্রস্থান করিলেন। গৃহিণী কন্যার মুখের দিকে তাকাইয়া মৃদুহাস্য করিয়া আবার চুল বাঁধিতে লাগিয়া গেল—মেয়েও মুখ চাপিয়া হাসিল।

ঢোঁড়া সাপ

ব্রাহ্মণ। তোমার হাতে ওখানা কি পুস্তক বাপু?

শূদ্র। আজ্ঞে, এখানা ঋগ্‌বেদ।

ব্রাহ্মণ। কি সর্ব্বনাশ! তুমি শূদ্র হয়ে বেদ পাঠ কর?

শূদ্র। তাতে অপরাধ কি?

ব্রাহ্মণ। জান না, শাস্ত্রে লেখা আছে, শূদ্রের বেদে অধিকার নেই।

শূদ্র। যিনি এ পুস্তকখানি লিখেছেন, তিনিও একজন শূদ্র।

ব্রাহ্মণ। কলিকালে হ'ল কি? সনাতন হিন্দুধর্ম্ম যে অধঃপাতে গেল!

শূদ্র। ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে আপনার পুত্রটী সাহেবের আফিসে শূদ্রের বৃত্তি চাকরী গ্রহণ করেছেন, তাতে হিন্দুধর্ম্মের কোন অনিষ্ট হবে না ত?

ব্রাহ্মণ। চাকরী আজকাল শ্রেষ্ঠ উপজীবিকা, একমাত্র ব্রাহ্মণ সন্তানেরই করা কর্ত্তব্য।

শূদ্র। কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে?

তর্কের জবাব দিতে না পেরে ব্রাহ্মণ রেগে উঠে বল্‌লো, কি! ব্রাহ্মণের কথায় তর্ক? বেটা গোল্লায় যাবি গোল্লায় যাবি।

শূদ্র হেসে বল্‌লো, রেগোনা ঠাকুর! ঢোঁড়া সাপের ফোঁস ফোঁসানীতে কেউ ভয় করবে না।

ব্রাহ্মণ। কি! জাত কেউটের বংশে জন্মেছি—আমার পিতৃদেবের পায়ের চিহ্ন ভগবানের বুকে আছে, আমাকে বলে কিনা ঢোঁড়া সাপ।

শূদ্র হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লো, মারত ছোবল আমার হাতে, দেখি তুমি কেমন জাত কেউটের বংশধর। শোন ঠাকুর! সেকেলে বুজরুকী আর একালে চল্‌বে না, তোমাদের ভণ্ডামী আর কেউ মানবে না। বেদ বেদাঙ্গ এখন শূদ্রের অধিকারে—ব্রাহ্মণের অধিকারে বাইবেল। বলেই শূদ্র পুস্তক হাতে করে বুক ফুলিয়ে চলে গেল। ব্রাহ্মণ তার দিকে চোখ রাঙ্গিয়ে তাকালো বটে কিন্তু শূদ্রের বিনয় কপিল মুনির অগ্নিদৃষ্টির মত সে চোখ থেকে একটুও আগুন বার হ'ল না।

—মহাজাতি সাহিত্য মন্দিরের অন্যান্য পুস্তকাবলী—

১। [illegible] —[illegible] ২। [illegible] আগমন ৩। বাঙ্গালী [illegible] ৪। [illegible] ৫। কন্ট্রোলের [illegible] ৬। মহাযুদ্ধের [illegible] ৭। [illegible] ৮। [illegible] ৯। গৃহস্থের খোকা হ'ক ১০। [illegible] ১১। [illegible] ১২। [illegible] ১৩। [illegible] যাত্রা ১৪। [illegible] ১৫। [illegible] ১৬। শাশুড়ী শাসন আইন ১৭। [illegible] ১৮। [illegible] ১৯। বউ কথা কও ২০। ঐ যে ঐ রাক্ষসী আসে ২১। [illegible] ২২। [illegible] ২৩। নয়া হিন্দুর অভিযান ২৪। বুড়োর কাণ্ড ২৫। [illegible] ২৬। [illegible] ২৭। আশার আলো ২৮। দুই জাতি—দুই দে[illegible] ২৯। বাঙ্গালী হিন্দুর স্বাধীন রাষ্ট্র ৩০। কুলীনের মেয়ে ৩১। নূতন বিয়ের আইন ৩২। [illegible] ৩৩। [illegible] ৩৪। ক্ষুদিরামের ফাঁসী ৩৫। আগমনী ৩৬। [illegible] ৩৭। স্বাধীন ভারতের দুর্গোৎসব ৩৮। রূপিয়ার রূপকথা ৩৯। বাঘা যতিনের [illegible] ৪০। সিপাহী হায়দরাবাদ ৪১। চাষী ভাই জাগো-জাগো ৪২। চিচিং ফাঁক ৪৩। দুর্গা[illegible] ৪৪। [illegible] ৪৫। কালো মাণিক ৪৬। নেতাজির [illegible] ৪৭। [illegible]। উক্ত ৪৭খানি /০,‌৵০ ও ৵০ আনা মূল্যের পুস্তক একত্রে ডাক মাশুল [illegible] ভিঃ পিঃ তে ৩৷০ তিন টাকা আট আনা মাত্র।

[বিঃ দ্রঃ—এই সমস্ত পুস্তকের মধ্যে যদি কোন পুস্তক ফুরাইয়া যায় তা[হার] পরিবর্ত্তে নূতন পুস্তক দেওয়া হয়। ১৷০ এক টাকা চারি আনার কম ভিঃ পিঃ তে পুস্তক পাঠান হয় না। নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। অগ্রি[ম] টাকা পাঠাইলে পাকিস্তানে পুস্তক পাঠাইয়া থাকি।]

প্রিন্টার—শ্রীসন্তোষ-কুমার দাস কর্ত্তৃক "সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস"
১১৮।১সি, রমেশ-দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত